পবিত্র কুরআনে হারফ

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
১	أَنَّىٰ	কোথায়, কিভাবে	২৮ বার		
আয়াত	قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ				
অর্থ	সে (মারইয়াম) বললো, হে আমার প্রতিপালক ! আমার সন্তান হবে কিভাবে? আমাকে তো কোনো মানুষ (পুরুষ) স্পর্শ করেনি। (৩:৪৯)				
২	أَيِّ	যে			
আয়াত	فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ				
অর্থ	তিনি যে আকৃতিতে চেয়েছেন, (নিজ ইচ্ছানুরূপে) তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (৮২:৮)				
৩	إِىْ	হ্যাঁ			
আয়াত	قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ				
অর্থ	বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ। এটাই সত্য। (১০:৫৩)				
৪	اَيْنَ	কোথায়, যেখানে			
আয়াত	أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا				
অর্থ	তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। (২:১৪৮)				
৫	أَيَّانَ	কখন, কোন সময়			
আয়াত	وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ				
অর্থ	এবং কখন তাদের কে পুনরুত্থিত করা হবে, সে বিষয় তাদের কোনো চেতনা নেই। (১৬:২১)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৬	أَيْنَمَا	যেখানে			
আয়াত	أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا				
অর্থ	তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন। (২:১৪৮)				
৭	أَ	কি? (প্রশ্নবোধক)			
আয়াত	أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ				
অর্থ	আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি ? (২৭:৬০)				
৮	بَلَىٰ	হ্যাঁ			
আয়াত	بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ				
অর্থ	অবশ্য হ্যাঁ, সে ব্যাক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে। (২:১১২)				
৯	ثَمَّ	যেখানে, যেদিকে			
আয়াত	وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ				
অর্থ	এবং আল্লাহরই জন্য পূর্ব ও পশ্চিম, তোমরা যেদিকেই মুখ ঘুরাও সেদিকেই আল্লাহর মুখ। (২:১১৫)				
১০	سَ	অচিরেই			
আয়াত	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ				
অর্থ	অচিরেই সে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে। (১১১:৩)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
১১	كَأَنَّ	যখন, যেন			
আয়াত	كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا				
অর্থ	যখন তারা এটা দেখবে তখন তাদের মনে হবে তারা (পৃথিবীতে) যেন এক সন্ধ্যা অথবা এক সকালের অধিক অবস্থান করেনি। (৭৯:৪৬)				
১২	كَذَٰلِكَ	এ ভাবে			
আয়াত	كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ				
অর্থ	এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলীর বর্ণনা করেন যাতে তোমরা এত হৃদয়ঙ্গম করতে পারো। (২:২৪২)				
১৩	لَ	নিশ্চই অবশ্যই			
আয়াত	إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ				
অর্থ	নিশ্চই মানুষ অবশ্যি রয়েছে ক্ষতির মধ্যে। (১০৩:২)				
১৪	لَا	না, নাই নয়			
আয়াত	لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ				
অর্থ	আমি তাদের ইবাদত করি না, যাদের তোমরা ইবাদত করো। (১০৯:২)				
১৫	هُنَالِكَ	সেখানে, ঐ স্থানে			
আয়াত	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ				
অর্থ	সেখানেই জাকারিয়া তার রবকে ডেকে বললেন। (৩:৩৮)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
১৬	لَمْ	কিন্তু			
আয়াত	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ				
অর্থ	তুমি কি দেখো নি তোমার রব (কাবা ধ্বংসের জন্য আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? (১০৫:১)				
১৭	لَمَّا	যখন এখনো না			
আয়াত	فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ				
অর্থ	অতঃপর (অগ্নি) যখন তার পার্শবর্তী স্থান আলোকিত করলো। (২:১৭)				
১৮	لَن	কখনো নয়			
আয়াত	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ				
অর্থ	অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবে না। (২:২৪)				
১৯	لَوْلَ/ لَوْمَا	কেন নয় যদি			
আয়াত	فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ				
অর্থ	অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর করুনা না থাকতো তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে। (২:৬৪)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
২০	مَا	না			
আয়াত	مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ				
অর্থ	তাঁর ধন-সম্পদ এবং আয়-উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। (১১১:২)				
২১	مَتَىٰ	কখন	১৩৭ বার		
আয়াত	مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِ				
অর্থ	আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (২:২১৪)				
২২	نَعَمۡ	হ্যাঁ			
আয়াত	قَالَ نَعَمۡ وَإِنَّكُمۡ لَمِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ				
অর্থ	সে বললো, হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৭:১১৪)				
২৩	هَلۡ	কি? (প্রশ্নবোধক)			
আয়াত	هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ				
অর্থ	তারা কি এ অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়াতলে তাদের নিকট আগমন করবেন? (২:২১০)				
২৪	إِنَّمَآ	প্রকৃতপক্ষে, কেবল			
আয়াত	إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىٰهَا				
অর্থ	যে ওর ভয় রাখে তুমি কেবল তার ই সতর্ককারী। (৭৯:৪৫)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
২৫	أَبَدًا	সর্বদা, চিরকাল, কখনো নয়	২৮ বার		
আয়াত	مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا				
অর্থ	যাতে (জান্নাতে) তারা হবে চিরস্থায়ী। (১৮:৩)				
২৬	اَمْسِ	গতকাল	৩ বার		
আয়াত	فَجَعَلْنَـٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ				
অর্থ	আমি সেটা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল না। (১০:২৪)				
২৭	ٱلْـَٔـٰنَ	এখন			
আয়াত	قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ				
অর্থ	আজিজের স্ত্রী বললেন, এক্ষণে সত্য প্রকাশিত হলো। (১২:৫১)				
২৮	غَدَا	আগামীকাল			
আয়াত	وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا				
অর্থ	কেউ জানে না আগামীকাল সে কি আয় করবে। (৩১:৩৪)				
২৯	اَنِفَا	এইমাত্র			
আয়াত	قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا				
অর্থ	যাদেরকে ইলমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তারা জিজ্ঞাসা করে, এইমাত্র তিনি কি বললেন? (৪৭:১৬)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৩০	بَعْدُ	পরে, পরবর্তীকালে	১৯৯ বার		
আয়াত	ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ				
অর্থ	যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে। (২:২৭)				
৩১	تَحْتُ	নিচে	৫১ বার		
আয়াত	جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ				
অর্থ	(এমন) জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহমান আছে। (৩:১৫)				
৩২	حَيْثُ	যেখানে, যখন, যেহেতু			
আয়াত	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ				
অর্থ	আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। (২:১৪৯)				
৩৩	حَيْثُمَا	যেখানেই থাকো না কেন			
আয়াত	وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ				
অর্থ	আর তোমার যেখানেই থাকো না কেন, তোমার মুখ সেদিকে (কাবার দিকে) ফিরাও। (২:১৪৪)				
৩৪	حِينَ	যখন			
আয়াত	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ				
অর্থ	আর তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে (উট) চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করো। (১৬:৬)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৩৫	رُبَمَا	সম্ভবত, কখনো কখনো	১৯৯ বার		
আয়াত	رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ				
অর্থ	কখনো কখনো কাফিরগণ আকাঙ্খা করবে, তারা যদি মুসলিম হতো। (১৫:২)				
৩৬	تِلْقَآءَ	দিকে, প্রতি	৩ বার		
আয়াত	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ				
অর্থ	যখন মুসা মাদইয়ানের দিকে যাত্রা করলো তখন বললো, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। (২৮:২২)				
৩৭	غَيْرَ	ব্যাতিত, যদি না, তাছাড়া			
আয়াত	غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ				
অর্থ	তাদের (পথ) নয় যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদেরও (পথ) নয় যারা পথভ্রষ্ট। (১:৭)				
৩৮	فَوْقَ	উপরে			
আয়াত	لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم				
অর্থ	তাহলে তার তাদের উপর ও পায়ের নিচ হতে খাদ্য লাভ করতো। (৫:৬৬)				
৩৯	قَبْلُ	পূর্বে			
আয়াত	بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ				
অর্থ	পূর্বে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে। (৬:২৮)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৪০	دُونَ	ব্যাতিত	১৪৪ বার		
আয়াত	وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ				
অর্থ	এবং আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের কোনো বন্ধু নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই। (২:১০৭)				
৪১	لَعَلَّ	সম্ভবত, হয়তো, যেন	৫১ বার		
আয়াত	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ				
অর্থ	তা সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (২:৫২)				
৪২	لَيْتَ	যদি, হতো			
আয়াত	قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ				
অর্থ	সে বললো, আহা! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারতো। (৩৬:২৬)				
৪৩	مَهْمَا	যখনই, যদিও, যাই হোক না কেন			
আয়াত	وَقَالُوا۟ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ				
অর্থ	তারা বললো, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন পেশ করো না কেন আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না। (৭:১৩২)				
৪৪	وَ	এবং			
আয়াত	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ				
অর্থ	আমরা শুধু মাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (১:৫)				

<table>
<tr><th>শব্দ নং</th><th>শব্দ</th><th>অর্থ</th><th>কুরআনে এসেছে</th><th>পদ</th><th>মূল</th></tr>
<tr><td>৪৫</td><td>لِ</td><td>যাতে, যেন, কারণে, জন্য</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আয়াত</td><td colspan="5">ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ</td></tr>
<tr><td>অর্থ</td><td colspan="5">আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। (১:২)</td></tr>
<tr><td>৪৬</td><td>فَ</td><td>অতএব,তবে, অতঃপর</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আয়াত</td><td colspan="5">فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ</td></tr>
<tr><td>অর্থ</td><td colspan="5">অতঃপর তুমি তোমার রবের প্রশংসা করো এবং তার কাছে ক্ষমা চাও। (১১০:৩)</td></tr>
<tr><td>৪৭</td><td>إِذْ</td><td>যখন, ইতিঃপূর্বে (অতীতকাল বিষয়)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আয়াত</td><td colspan="5">إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ</td></tr>
<tr><td>অর্থ</td><td colspan="5">যখন তার প্রভু তাকে বললেন," আত্মসমর্পণ করো। " (২:১৩১)</td></tr>
<tr><td>৪৮</td><td>إِذَا</td><td>যখন (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বিষয়)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আয়াত</td><td colspan="5">وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ</td></tr>
<tr><td>অর্থ</td><td colspan="5">আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। (২:১১)</td></tr>
<tr><td>৪৯</td><td>إِلَّا</td><td>ব্যাতিত</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আয়াত</td><td colspan="5">مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ</td></tr>
<tr><td>অর্থ</td><td colspan="5">ইনি একজন মানুষ ব্যাতিত কিছু নন। (২৩:২৪)</td></tr>
</table>

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৫০	قِبَلَ	দিকে যেন	৪ বার		
আয়াত	لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ				
অর্থ	তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব আর পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো পুন্য নেই। (২:১৭৭)				
৫১	إِمَّا	হয় এটি, আর না হয় ঐটি	১৩৭ বার		
আয়াত	قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ				
অর্থ	তারা বললো, হে মুসা! তুমি কি (প্রথমে) নিক্ষেপ করবে নাকি আমরা (প্রথমে) নিক্ষেপ করবো? (৭:১১৫)				
৫২	أَمَّا	অথবা, সম্পর্কে, পক্ষান্তরে			
আয়াত	وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ				
অর্থ	এবং পক্ষান্তরে তোমার নিকট সে ছুটে আসলো। (৮০:৮)				
৫৩	وَرَاءَ	পিছনে, পশ্চাতে,অন্তরাল	৩ বার		
আয়াত	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ				
অর্থ	মানুষের জন্য অসম্ভব যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরালের ব্যাতিরেকে। (৪২:৫১)				
৫৪	إِنْ	যদি, না			
আয়াত	إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ				
অর্থ	তিনি একজন বান্দা ব্যাতিত কিছু নন। (৪৩:৫৯)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৫৫	أَنَّ	যে			
আয়াত	وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ				
অর্থ	এবং (জেনে নাও) যে, যাবতীয় অনুগ্রহ! সে তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালারই হাতে। (৫৭:২৯)				
৫৬	أَوْ	অথবা	১৩৭ বার		
আয়াত	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ				
অর্থ	অথবা তাদের নিদর্শন আকাশ হতে পানি বর্ষণের ন্যায় যাতে রয়েছে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ (২:১৯)				
৫৭	ثَمَّ	যেখানে, যেদিকে			
আয়াত	وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ				
অর্থ	এবং আল্লাহরই জন্য পূর্ব ও পশ্চিম, তোমরা যেদিকেই মুখ ঘুরাও সেদিকেই আল্লাহর মুখ। (২:১১৫)				
৫৮	حَتَّىٰٓ	যতক্ষণ না, যাতে, যাতে করে			
আয়াত	حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ				
অর্থ	যতক্ষণ না, তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত, তখন তারা বলে আমি এখন তাওবাহ করছি (৪:১৮)				
৫৯	كَيْ/لِكَيْ	উদ্দেশ্য যাতে			
আয়াত	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا				
অর্থ	যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা প্রচুর ঘোষণা করতে পারি। (২০:৩৩)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৬০	حَوْلَ	চতুর্দিকে, চারপাশে			
আয়াত	وَتَرَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ				
অর্থ	এবং তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। (৩৯:৭৫)				
৬১	مَا	না	১৩৭ বার		
আয়াত	مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ				
অর্থ	তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে না। (২২:৭৪)				
৬২	مَتَىٰ	কখন, কোন সময়			
আয়াত	مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ				
অর্থ	কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ? (২:২১৪)				
৬৩	يَـا	হে, ওহে, ওগো, হায়			
আয়াত	يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ				
অর্থ	হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ হতে সৃষ্টি করেছি। (৪৯:১৩)				
৬৪	اَيُّهَا	হে			
আয়াত	يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ				
অর্থ	হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো। (২:২১)				

শব্দ নং	শব্দ	অর্থ	কুরআনে এসেছে	পদ	মূল
৬৫	هَلُمَّ	এখানে আনো, হাযির করো			
আয়াত	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا				
অর্থ	তুমি বলো, আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন এর সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিবে তাদেরকে হাজির করো। (৬:১৫০)				
৬৬	يَٰٓأَيَّتُهَا	হে (স্ত্রী লিঙ্গ)	১৩৭ বার		
আয়াত	يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ				
অর্থ	হে প্রশান্ত আত্মা (৮৯:২৭)				
৬৭	هَا	দেখো, তাকাও			
আয়াত	فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ				
অর্থ	অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, নাও দেখো, আমার আমলনামা পড়ো। (৬৯:১৯)				
৬৮	هَيْهَاتَ	অনেক দূরে, অসম্ভব, যদি হতো			
আয়াত	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ				
অর্থ	অসম্ভব, তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অসম্ভব। (২৩:৩৬)				